সমকাল

তারিখ ... 13 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...২...

বিদেশি কোটায় দেশি শিক্ষার্থী ভর্তি

■ রাজবংশী রায়

চলতি শিক্ষাবর্ষে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ৫০ শতাংশ কোটা বরাদ্দ করা হলেও তাতে ভর্তি হননি পাঁচ শতাংশের বেশি। বিদেশিদের জন্য বরাদ্দ তিন হাজার ১৭৭ আসনের মধ্যে আড়াই হাজারের বেশি আসনে ভর্তি করা হয়েছে দেশি শিক্ষার্থী। তাদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ফির চেয়ে গড়ে সাত থেকে ১০ লাখ টাকা বেশি নেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মেধাতালিকাও অনুসরণ করা হয়নি। একই সঙ্গে সাধারণ কোটায়ও মেধাতালিকায় পেছনের দিকের পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে অতিরিক্ত তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে তাদের ভর্তি করা হয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় বাণিজ্য হয়েছে বিদেশি কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তির নামে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো এভাবে অর্থ বাণিজ্য করেছে প্রায় ২০০ কোটি টাকার।

বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ২০০ কোটি টাকার বাণিজ্য

স্বাস্থ্য সচিব সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম সমকালকে বলেন, 'আগে থেকেই বিদেশি কোটা ৪০ শতাংশ ছিল। তাই বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর মালিকদের দাবি আমলে নিয়ে ১০ শতাংশ কোটা বাড়ানো হয়। তবে শর্ত ছিল বিদেশি কোটায় কোনো দেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করা হলে তাদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত টিউশন ফিসহ বিভিন্ন বেতন-ভাতা নিতে হবে। নির্ধারিত ফির বাইরে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বেসরকারি মেডিকেল কলেজ মালিক সমিতির (বিপিএমসিএ) মহাসচিব শাহ মোহাম্মদ সেলিম সমকালকে জানান, কয়েকটি মেডিকেল কলেজে বাড়তি ফি নিয়ে দেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে- তার কাছেও এ ধরনের কিছু অভিযোগ এসেছে। তবে অফিসিয়ালি সবাই সরকার নির্ধারিত ফি আদায় করেছে। কেউ অতিরিক্ত টিউশন ফি আদায় করলে সংগঠনের পক্ষ থেকে তা খতিয়ে দেখা হবে।

বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ কোটা : স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত শিক্ষাবর্ষে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

বিদেশি কোটায় দেশি শিক্ষার্থী

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ৪০ শতাংশ আসন বরাদ্দ ছিল। এতে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিলেন। ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে বিদেশি কোটা ছিল ২৫ শতাংশ। ওই সময়েও বিদেশি কোটায় পাঁচ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হননি। হাতেগোনা কয়েকটি মেডিকেল কলেজে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিলেন। এরপরও প্রতি বছর বেসরকারি মেডিকেলে বিদেশি কোটা পাঁচ থেকে ১০ শতাংশ হারে বাড়ানো হয়। সর্বশেষ চলতি শিক্ষাবর্ষে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ মালিকদের দাবিতে বিদেশি কোটা ১০ শতাংশ বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করা হয়। এ বছরও পাঁচ শতাংশের বেশি বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হননি। বিদেশিদের জন্য বরাদ্দ কোটায় দেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করে কলেজগুলো অর্থ-বাণিজ্য করেছে।

বিদেশি শিক্ষার্থী সংগ্রহ করা হয় যেভাবে : স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কয়েকজন সাবেক পরিচালক ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজের মালিক পক্ষের কয়েকটি সিন্ডিকেট ভর্তি পরীক্ষার আগে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, পাকিস্তান ও নেপালে চলে যান। তারা স্থানীয় কনসালট্যান্টের মাধ্যমে সভা-সেমিনার করে মেডিকেল কলেজের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও ব্যয়ের চিত্র তুলে ধরেন। এতে বিদেশি শিক্ষার্থীরা আগ্রহী হন। কেননা এ তিনটি দেশে মেডিকেল কলেজে পড়তে একজন শিক্ষার্থীকে ৫০ হাজার থেকে দেড় লাখ ডলার খরচ করতে হয়। বাংলাদেশে কলেজভেদে একজন বিদেশি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৩০ থেকে ৪৫ হাজার ডলার নেওয়া হয়।

অনিয়ম : ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে বিদেশি কোটার ৫১ আসনের বিপরীতে মাত্র ১৮ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন। আবার বিদেশি কোটায় বাংলাদেশি ৩৩ শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সর্বনিম্ন মেধাক্রম ১৭ হাজার ২০৬ থেকে শুরু করে ৪২ হাজার ৭২৫ মেধাক্রমের শিক্ষার্থীও ভর্তি করা হয়েছে। মেধাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়নি। ভর্তি হওয়া ও ভর্তিচ্ছু কয়েকজন শিক্ষার্থী ও অভিভাবক জানান, মেধাতালিকায় আগে থাকা শিক্ষার্থীদের বাদ দিয়ে পাঁচ থেকে সাত লাখ টাকা বেশি নিয়ে অধিকাংশ শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছেন। এ ছাড়া ৩৩টি বিদেশি কোটার বিপরীতে দেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করে দ্বিগুণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরও বেশি অর্থ নেওয়া হয়েছে। তবে কাগজে-কলমে সরকার নির্ধারিত ফি দেখানো হয়েছে।

একই ঘটনা ঘটেছে ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজেও। বিদেশি কোটার ৪৭ আসনের মধ্যে এ কলেজটিতে মাত্র একজন বিদেশি (ভারতীয়) শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন। সাধারণ কোটায় ছয় হাজার পাঁচশ' মেধাক্রমের ওপরে কোনো শিক্ষার্থীকে এই কলেজে ভর্তি করা হয়নি। অথচ বিদেশি কোটায় মেধাতালিকার ১০২৯২, ১৫৪১৭, ১৬৪৬৯, ১৭৭৪৪, ১৮৬৭০, ২০৯৭৫, ৩৮৭৯০, ৪০৪৪১ এবং ৪০৫০৬ নম্বরের ১০ শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, মেধাতালিকায় পেছনের দিকে থাকা কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করলেও তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হয়নি। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের স্বজন, চিকিৎসকের সন্তান এবং মন্ত্রী, এমপি ও আমলাদের তদবিরে কয়েকজনকে ভর্তি করা হয়েছে।

গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজে ১০০ আসন রয়েছে। সেখানে ভর্তি হয়েছেন মাত্র আট বিদেশি শিক্ষার্থী। কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. আভা হোসেন সমকালকে বলেন, 'দেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তির চাপ সামলাতে এবার হিমশিম খেতে হয়েছে। তারা মানসম্পন্ন দেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তিতে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এ জন্য নির্ধারিত কোটায় বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়নি।' সরকার নির্ধারিত ফি নিয়েই শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

আদ-দ্বীন মেডিকেল কলেজে একজনও বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়নি। অভিযোগ পাওয়া গেছে, এ মেডিকেল কলেজেও বিদেশি কোটায় ২৫ থেকে ৩০ লাখ টাকা নিয়ে দেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. আফিকুর রহমান সমকালকে বলেন, বিদেশি শিক্ষার্থীদের ব্যবস্থাপনা না থাকায় কাউকে ভর্তি করা হয়নি।

ইস্টওয়েস্ট মেডিকেল কলেজে বিদেশি কোটায় ৬০, কুমিল্লার ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজে ৫৭ আসনের বিপরীতে ৫৬ জন বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। ইস্টওয়েস্ট মেডিকেলের মালিক বেসরকারি মেডিকেল কলেজ মালিক সমিতির সভাপতি ডা. মোয়াজ্জেম হোসেন এবং ইস্টার্ন মেডিকেলের মালিক সংগঠনের মহাসচিব শাহ মোহাম্মদ সেলিম। এ ছাড়া আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজে বিদেশি ৬০ আসনের বিপরীতে ৩৯, সিরাজগঞ্জের খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজে ৫০ আসনের বিপরীতে ৪১, এনাম মেডিকেল কলেজে ৭৭ আসনের বিপরীতে ৩৭, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৬০ আসনের বিপরীতে ৪০, হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজে ৭২ আসনের বিপরীতে ১৪, পপুলার মেডিকেল কলেজে ৫০ আসনের বিপরীতে মাত্র ৬ জন বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে।

বেসরকারি মেডিকেল কলেজ মালিক সমিতির কোষাধ্যক্ষ ইকরাম হোসেন বিজু সমকালকে বলেন, 'গত বছর বেসরকারি মেডিকেল কলেজে অর্ধেকের বেশি আসন শূন্য ছিল। এতে মেডিকেল কলেজগুলো হুমকির মুখে পড়ে। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে গিয়ে বিপুল পরিমাণ লোকসানের কবলে পড়েন মেডিকেল কলেজের মালিকরা। ঋণগ্রস্ত হয়ে অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তাই দেশি শিক্ষার্থী না পেলেও বিদেশ থেকে শিক্ষার্থী এনে মেডিকেল কলেজগুলো সচল রাখার জন্য তারা কোটা বাড়ানোর আবেদন করেন।'

বিদেশি কোটার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন : বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ৫০ শতাংশ বিদেশি কোটার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্বাস্থ্য খাতের বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, বিদেশি কোটা কোনোভাবেই ১০ শতাংশের বেশি হওয়া উচিত নয়। বেসরকারি মেডিকেল কলেজকে ব্যাপক নজরদারির আওতায় আনার পক্ষেও মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) সাবেক সভাপতি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ডা. রশিদ-ই মাহবুব সমকালকে বলেন, 'আমরা কি এতই উন্নত হয়েছি যে হাজার হাজার বিদেশি আমাদের দেশে পড়তে আসবে? একটি চক্র বাণিজ্যিক স্বার্থে বিদেশি কোটার অপব্যবহার করছে। বিষয়টি সরকারের কঠোর নজরদারির আওতায় আনা উচিত।' বিদেশি কোটা ১০ শতাংশের বেশি হওয়া উচিত নয় বলে মনে করেন তিনি।

বিএসএমএমইউর সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম সমকালকে বলেন, 'মালিক পক্ষকে বাণিজ্যের সুযোগ দিতে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ৫০ শতাংশ কোটা বরাদ্দ করা হয়েছে। বিদেশ থেকে আসা শিক্ষার্থীদের গুণগত মান যাচাই করার সুযোগও নেই। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিদেশের কম মেধাবীরা মেডিকেলে পড়ার সুযোগ পেলেও দেশীয় মেধাবীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। এ ধরনের কোটাপদ্ধতি বন্ধ করা উচিত।'

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে চিকিৎসকদের সর্বোচ্চ সংগঠন বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) সভাপতি অধ্যাপক ডা. মাহমুদ হাসান বক্তব্য দিতে রাজি হননি। মহাসচিব অধ্যাপক ডা. ইকবাল আর্সলান বিদেশে অবস্থান করায় তার মতামত পাওয়া যায়নি।

বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো আগে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ইচ্ছামতো ফি আদায় করলেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের হস্তক্ষেপে তা বন্ধ হয়। ২০১৪ সালে তিনি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি ফি নির্ধারণ করেন। এতে দেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে ফি বাবদ ১৩ লাখ ৯০ হাজার টাকা, ইন্টার্ন ফি বাবদ এক লাখ ২০ হাজার টাকা এবং পাঁচ বছরে টিউশন ফি বাবদ ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। আগে এসব শিক্ষার্থীর কাছ থেকে টিউশন ফি বাবদ ২০ থেকে ৩০ লাখ টাকা করে আদায় করা হতো।